ভোরের কাগজ

APR 22 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

২০ হাজার মাদ্রাসায় কোটি কোটি টাকার চাঁদাবাজিতে নেমেছে জমিয়াতুল মোদারেছীন

অম্লান দেওয়ান : নানা প্রলোভনে দেশের অন্তত ২০ হাজার মাদ্রাসার লাখখানেক শিক্ষকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদ পেতেছে জমিয়াতুল মোদারেছীন। স্বঘোষিত স্বাধীনতাবিরোধী সাবেক মন্ত্রী মওলানা এম এ মান্নান এ সংগঠনের মূল নেতা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বেতন-ভাতা বাড়ানো, সরকারি অনুদান দান, প্রশিক্ষণসহ নানা অজুহাতে জমিয়াতুল মোদারেছীন ইতিমধ্যেই লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছ থেকে। যেসব শিক্ষক চাঁদা দিতে অনিহা প্রকাশ করছেন তাদের চাকরিচ্যুতিসহ নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। ভোরের কাগজের অনুসন্ধানে জমিয়াতুল মোদারেছীনের একটি চিঠি পাওয়া গেছে। এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক ভাইদের কাছে অতি জরুরি পত্র শিরোনামে এই চিঠি দিয়ে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে।

চার পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠির এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, '... ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়টা ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্দিন। তাই সে সময় এ নিয়ে সম্মেলন ডাকার, দাবি পেশ করার পরিবেশ ছিল না। আল্লাহপাকের মেহেরবানিতে সে দুর্দিনের অবসান ঘটেছে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার নির্বাচনী ইশতেহারে এযতেদায়ি মাদ্রাসাকে প্রাইমারি স্কুলের মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আল্লাহর মেহেরবানিতে তিনি এখন ক্ষমতাসীন। তিনি এবং তার সরকার তাদের নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নে এখন বদ্ধপরিকর। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে তারা প্রস্তুত। সুতরাং এ সময় ১৭ হাজার থেকে ১৯ হাজার মাদ্রাসা তথা মঞ্জুরিপ্রাপ্ত প্রতিটি মাদ্রাসার শিক্ষকগণ যেন রেজিস্টার্ড প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন এবং সকল এবতেদায়ি ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও উপবৃত্তি পায় তজ্জন্য জমিয়াতুল মোদারেছীনের এই উদ্যোগ। আমাদের সম্মানিত সভাপতি, সাবেক ধর্ম ও ত্রাণমন্ত্রী শিক্ষক সমাজের নয়নমণি মওলানা এম এ মান্নান এ জন্য নবপর্যায়ে জমিয়াতুল মোদারেছীনের মাধ্যমে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য চালিয়ে যাচ্ছেন অবিরাম প্রচেষ্টা।'

১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত স্বীকৃতি ও মঞ্জুরিপ্রাপ্ত প্রতিটি মাদ্রাসার যাবতীয় তথ্য পাঠানোরও অনুরোধ জানানো হয়েছে চিঠিতে। এ জন্য সঙ্গে পাঠানো হয়েছে তথ্য ফরম।

এ সকল কাগজপত্র ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য সরকারের সঙ্গে দেনদরবার করে করা বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাদ্রাসার প্রত্যেক শিক্ষককে ২ হাজার টাকা করে আগামী ১০ মে-এর মধ্যে চাঁদা পাঠানোর কথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ২০০ টাকা হারে ৯ বছরে দাঁড়ায় ১ হাজার ৮০০ টাকা। বাকি ২০০ টাকা দিতে হবে সম্মেলন চাঁদা বাবদ।

এদিকে সরকারের সঙ্গে দেন দরবারের নামে চিঠি পাঠিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের ঘটনা খতিয়ে দেখতে শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় সরজমিন যান। মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি অবৈধভাবে চাঁদা আদায়ের এ ঘটনা নিশ্চিত হন। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সরকারি নীতিনির্ধারকদের একটি মহলের চাপে সরকার মওলানা মান্নানের জমিয়াতুল মোদারেছীনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

উল্লেখ্য, গত ১১ মার্চ ঢাকার ৫৪-এ/বি, মহাখালীস্থ জমিয়াতুল মোদারেছীন ও মসজিদে গাউছুল আজম কমপ্লেক্সে এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সে সম্মেলনেও ওঠানো হয় লাখ লাখ টাকা। আগামী মাসের শেষে একই উদ্দেশে আবারো সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।